১.১০ ভারতে সাম্প্রদায়িকতা উন্মেষের কারণসমূহ
The causes of the emergence of Communalism in India

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়। কেউ ইংরেজদের বিভেদ নীতিকে, কেউ ভারতীয় শাসকশ্রেণির শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি ও আপস নীতিকে, কেউ আবার অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে বিতর্ককে, কেউ হিন্দু মৌলবাদকে, কেউ মুসলিম মৌলবাদকে এ ব্যাপারে দায়ী করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা মূলত ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ভারতে যত সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হয়েছে তার খুব অল্পসংখ্যকই মতাদর্শগত বিরোধের জন্য ঘটেছে —("Rarely have ideological differences led to communal troubles."— *'Communalism in India'* by *A. Engineer and M. Shakir)*। সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের মূল কারণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

(১) শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ঃ আমাদের দেশের রাজনৈতিক কাঠামোয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা যে শিকড় গাড়তে পেরেছে তার জন্য আমাদের শাসকশ্রেণি ও শাসকদলের শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি ও আপস নীতিকে দায়ী করা হয়। হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি তো আছেই, তাছাড়াও বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির বিভিন্ন দল নির্বাচনি লড়াইয়ে ও অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস করে চলেছে। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট পাওয়ার জন্য কংগ্রেস দল একদা ওই সম্প্রদায়কে তোষণ করেছে। আবার ১৯৯১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস হিন্দু-তোষণ নীতি অবলম্বন করে।

(২) ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি ঃ ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা রাখার পরিবর্তে ধর্মকে নিয়েই রাজনীতি করেছে। রাজনৈতিক নেতাদের আচরণে সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। দেশ যখন সাম্প্রদায়িক দাবানলে উত্তপ্ত, তখন রাজনৈতিক নেতাদের সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে ইমাম,

Scanned with CamScanner

শঙ্করাচার্য, মোহান্তদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায়। মুসলিম মৌলবাদকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঐতিহাসিক শাহ্‌বানু মামলার রায়কে অতিক্রম করে মুসলিম শরিয়তি আইন পাশ করা হয়েছে। আবার হিন্দু মৌলবাদকে তুষ্ট করার জন্য অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শিলান্যাস করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এহেন আচরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী।

(৩) মুসলিম অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ঃ ভারতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম উৎস হল মুসলমানদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। ব্রিটিশ আমল থেকেই ভারতবর্ষে মুসলমানরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে থেকেছে। এতে মুসলিমদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সকল সুযোগসুবিধা ভোগ করছে, কিন্তু মুসলমানরা চাকুরি, শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। মুসলমানদের জন্য কোনোরূপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এর ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের ধারণা গড়ে উঠেছে।

(৪) সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠন ঃ ভারতে মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, শিবসেনা, অকালি দল প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি এবং জামাতে-ই-ইসলাম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট, মজলিস-ই-মুসলমান প্রভৃতি সংগঠনগুলি নিজেদের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে জাহির করে, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিতে প্ররোচনা দেয়।

(৫) সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র, সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক ঃ ভারতবর্ষে এমন অনেক সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি রয়েছে যেগুলি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিনাশের পথকে প্রশস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ অর্গানাইজার, স্বস্তিকা, আকালি পত্রিকা, সোবাত, সারসিক প্রভৃতি সংবাদপত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব সংবাদপত্র ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সংবাদকে অতিরঞ্জিত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে ধ্বংস করে।

(৬) ইতিহাসের বিকৃতি ঃ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে আঘাত করতে এবং সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন জোগাতে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট বিকৃত মিথ্যা ইতিহাসের ভূমিকাও কম নয়। ব্রিটিশরা তাদের **বিভেদ নীতির** (Divide and Rule Policy) অন্যতম কৌশল হিসাবে ইতিহাসকে বিকৃত করার কাজটি বেছে নেয়। ব্রিটিশ-আশ্রিত ইতিহাস চর্চার মূল অবদান হল ভারতের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা—(১) প্রাচীন বা হিন্দু যুগ, (২) মধ্য বা মুসলমান যুগ এবং (৩) আধুনিক বা ব্রিটিশ যুগ। আমাদের শেখানো হল মুসলমান যুগে শাসকবর্গ সবই ছিল মুসলমান এবং শাসিত সকল শ্রেণিই ছিল হিন্দু। অথচ সাম্প্রতিককালের গবেষণা থেকে জানতে পারা যায় যে শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়, জমিদারও ছিল। "ব্রিটিশরা আমাদের ইতিহাস বিকৃত করে দেখাল ঃ হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ চিরন্তন, মুসলমানরা এদেশ আক্রমণ করে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, মন্দির ভেঙে মসজিদ বানিয়েছে। এই অর্ধসত্য ও মিথ্যা প্রচারে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা প্রকৃত সত্য অনুচ্চারিত রেখে দেয়। হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত সৃষ্টি রূপায়িত হয়েছে স্থাপত্য (কুতুব মিনার, তাজমহল ইত্যাদি), সংগীত ও সাহিত্যে। মির্জা গালিব, আমীর খুশরু, তানসেন ভারতের নিজস্ব হয়ে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন—এ সত্য ইংরেজরা চেপে রেখেছে।" (রণেন সেন—'সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)।

কর্নেল মাইলস নামক এক ব্রিটিশ সেনাপতির অসত্য ও অভিসন্ধিমূলক বিবরণের ওপর ভিত্তি করে মহামহোপাধ্যায় **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** লেখেন—টিপু সুলতান তিন হাজার ব্রাহ্মণকে ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করলে তাঁরা আত্মহত্যা করেন। শাস্ত্রী মহাশয় কিন্তু চেপে যান যে, টিপুর বার্ষিক অনুদানেই তাঁর রাজ্যের ১৫৬টি হিন্দু মন্দির প্রতিপালিত হত, শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গে রঙ্গনাথজিকে দর্শন না করে টিপু কোনোদিন প্রাতরাশে বসেননি। এটাও চেপে যান যে, টিপুর প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু। অনুরূপ ঘটনা কিছুটা ঔরঙ্গজেব সম্পর্কেও খাটে।

(৭) হিন্দু মৌলবাদ ঃ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টির পিছনে হিন্দু মৌলবাদ অনেকাংশে দায়ী। হিন্দু মৌলবাদীদের দাবি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তাঁরা মুসলমানদের 'বিদেশি' বলে আখ্যায়িত করছেন। এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ছাড়া বাদবাকি সব মুসলমানই যে এদেশে বিদেশি একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন

Scanned with CamScanner

হল, দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করা মুসলমানরা যদি এদেশে বিদেশি হন, তাহলে আজ যাঁরা নিজেদের নিখাদ হিন্দু বলে দাবি করছেন, তাঁরাও কি অনেকে বিদেশির পর্যায়ে পড়ে যাবেন না ? বস্তুতপক্ষে সেই বিচারে এদেশের আদিবাসীরা ছাড়া বাদবাকি সকলেই (আর্য, রাজপুত, জাঠ ইত্যাদি) হয়তো বিদেশি হয়ে পড়বেন।

(৮) মুসলিম মৌলবাদ ঃ ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে মুসলমান মৌলবাদীদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেকখানি দায়ী সেকথা অস্বীকার করা যায় না। দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে বসবাস করেও তাঁরা অনেকে ভারতকে নিজের দেশ বলে ভাবতে পারেন না। শোনা যায়, ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানেরা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প সেখানে ভীষণ জনপ্রিয়, প্রাচীন ভারতীয় নাম (সুকর্ণ, সুহার্ত) তাঁদের ভীষণ পছন্দ; কিন্তু ভারতে কাজী নজরুল ইসলাম যখন তাঁর সন্তানদের নাম রাখেন সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি, তখন তাঁকে ভারতীয় মুসলমানদের অনেকে 'কাফের' বলেন। আজও ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ক্রিকেটে জিতলে ভারতের বহু মুসলমান আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন, বাজি ফাটান, মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। মুসলিম লিগের আক্রমণের লক্ষ্য যত না ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল 'কংগ্রেস পার্টির হিন্দু নেতৃত্বের' বিরুদ্ধে।

(৮) মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) কারণ ঃ সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান একটা বড় ভূমিকা পালন করে। হিন্দুরা মনে করে মুসলমানরা ভীষণ ধর্মীয় আবেগসম্পন্ন এবং মৌলবাদী। হিন্দুদের আরও বিশ্বাস, মুসলমানরা হল ভারত বিরোধী, তাদের মধ্যে দেশপ্রেম বলে কিছু নেই। অপরদিকে মুসলিমরা ভাবে তারা ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে গণ্য হয় এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণকে হিন্দুরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে।

(১০) শত্রু দেশের উস্কানি (Provocation) ঃ কিছু বিদেশি রাষ্ট্র তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করে এবং সাম্পদায়িক সম্প্রীতিনাশের চেষ্টা করে যায়। ভারতের উগ্র মুসলিম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলিকে পাকিস্তান নানাভাবে সাহায্য দেয় এবং ভারতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা (riot) বাধানোর ব্যাপারে প্ররোচিত করে। পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করতে কাশ্মীরের যুবসম্প্রদায়কে রীতিমতো প্রশিক্ষণ দেয়।

(১১) গণমাধ্যমগুলির নেতিবাচক ভূমিকা ঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়ানোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির গণমাধ্যমগুলির ভূমিকাও কম নয়। তারা অনেক সময় তিলকে তাল করে। দেশের মধ্যে ছোটোখাটো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সংঘর্ষ বাধলে সেগুলিকে গণমাধ্যমগুলি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিরাট করে দেখায়। তাতে অহেতুক উত্তেজনা ছড়ায়।

Scanned with CamScanner